৪৭। 'তে রোষারুণনয়না মাং বহুধা নির্ভর্ৎসয়ন্'— 'তে' বলতে কাদের কথা বলা হয়েছে? তারা কাকে ভর্ৎসনা করেছে?

উঃ 'তে' বলতে এখানে বিন্ধ্যারণ্যবাসী কিরাতদের কথা বলা হয়েছে। কিরাতেরা এক ব্রাহ্মণকে ধরে এনে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে মাতঙ্গ কিরাতগণকে ব্রাহ্মণহত্যায় নিরস্ত করতে চাইলে কিরাতগণ মাতঙ্গকে ভর্ৎসনা করেছে।

৪৮। 'শশিখণ্ডশেখরস্য পূজাবিধানমভিধায় পূজাং মৎ কৃতামঙ্গীকৃত্য নিরগাৎ'— শশিখণ্ডশেখর কে? কে, কার পূজা প্রণালী বিধান করে চলে গেলেন?

উঃ 'শশিখণ্ডশেখর' হলেন চন্দ্রমৌলী মহেশ্বর শিব। নিজের জীবনের বিনিময়ে মাতঙ্গ যে ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষা করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ নবজীবন প্রাপ্ত মাতঙ্গকে বেদাদিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে এবং দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা পদ্ধতি জানিয়ে ও মাতঙ্গকৃত পূজা গ্রহণ করে চলে গেলেন।

৪৯। 'কা ত্বম্'?— কে, কার দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছেন? এর উত্তরে তিনি কী বলেছিলেন?

উঃ উক্ত বাক্যের দ্বারা অসুর রাজকন্যা কালিন্দী রাজবাহন কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়েছেন। এর উত্তরে পাতালকন্যা বলেছেন যে, তার পিতা ছিলেন মহান প্রভাবশালী পাতালরাজ্যের শাসক। দেবাসুর বিজয়ী তার পিতাকে স্বয়ং বিষ্ণু যমালয়ে প্রেরণ করলে পিতৃশোকে কালিন্দী একাকিনী এখানে অবস্থান করছেন। জনৈক সিদ্ধ তাপসের ভবিষ্যৎ বাণীতে তিনি এও জেনেছেন যে, দিব্যদেহধারী এক মানবকে সে পতিরূপে লাভ করবে ও তার স্বামীই সমগ্র পাতাল রাজ্যের অধীশ্বর হবে।

৫০। ক্ষুৎপিপাসাদিক্লেশনাশনং মণিম্'— এই মণি কে, কার কাছ থেকে পেয়েছিলেন? এই মণির সাহায্যে মণি প্রাপকের কি উপকার হয়েছিল?

উঃ ক্ষুধাতৃষ্ণাহর মণিটি রাজবাহন পেয়েছিলেন পাতালকন্যা কালিন্দীর কাছ থেকে। পাতালরাজ্য থেকে নির্গত হয়ে এই মণিটি সঙ্গে নিয়ে রাজবাহন তাঁর সঙ্গী অন্যান্য কুমারদের পৃথিবীময় খুঁজে বেড়িয়েছেন, কোন অবস্থাতেই ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কুমার রাজবাহনকে পীড়িত করে নি।

৫১। 'তেন বিহিতপূজনো রাজবাহনোঽভাষত'— এখানে 'তেন' পদের দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে? রাজবাহন তাঁকে কী বলেছেন?

উঃ এখানে 'তেন' পদের দ্বারা মাতঙ্গকে বোঝানো হয়েছে। রাজবাহন তাকে বলেছেন যে, এই লৌহকঠিন দেহধারী পুরুষটিকে কিরাত বলে মনে হচ্ছে অথচ তার কণ্ঠে আছে যজ্ঞোপবীত। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ অথবা কিরাত কোন্‌টি তার প্রকৃত পরিচয় রাজবাহন সেটিই জানতে চেয়েছেন।

Scanned by CamScanner